বে-নিয়ম

(গল্পগ্রন্থ – কুশল পাহাড়ি)

রাম চাটুয্যের স্ত্রী খুব বিপদে পড়েই প্রতুলকে খবর দিলেন।রাম চাটুয্যে পাথুরে লোক ছিল সবাই জানে। প্রতুলের যখন আঠারো-উনিশ বছর বয়েস তখন এ সংসারে সে এসেছিল রাম চাটুয্যের বাসের কন্ডাক্টর হিসেবে। দু'বছর পরে কি কারণেতার জবাব হয়ে যায়। সে আজ পাঁচ-ছ' বছর আগের কথা।

আজ তিন বছর রাম চাটুয্যে নিমোনিয়া রোগে মারাগিয়েছেন। দু'খানা বাস চলছিল চাকদা থেকে রানাঘাট হয়েশান্তিপুর। মাসে হাজারখানেক টাকা আয় ছিল দু'খানা বাসে।রাম চাটুয্যের মৃত্যুর পর তা এসে দাঁড়ালো দু'শো টাকায়। একখানা বাসের ইঞ্জিনে নাকি কি গোলমাল হয়েছে—হাজারটাকার দরকার তা সারাতে। বর্তমানে দু'খানা বাসই বন্ধ।

সময় পেয়ে নানা আত্মীয়-বন্ধু এসে জুটেছে। তারাসবাই হিতাকাঙ্ক্ষী। নানা রকম সৎ পরামর্শের চাপে রাম চাটুয্যের স্ত্রীর রাত্রে ঘুম বন্ধ হবার উপক্রম হয়েছে। প্রত্যেকেকিছু না কিছু বাগিয়ে নেবার চেষ্টায় আছে। ইতিমধ্যে বাস বন্ধহয়েগিয়েছে, হাতের টাকাও অর্ধেকের ওপর গিয়েছে। কেউমেয়ের বিয়ের জন্যে এক মাসের কড়ারে টাকা নিয়ে বেমালুমগা-ঢাকা দিয়েছে। কেউ ব্যবসার জন্যে টাকা নিয়ে আজও গিয়েছে কালও গিয়েছে। আর দু'টাকা পাঁচ টাকা দশ টাকাযে কত গিয়েছে তার লেখাজোখা নেই। ওবেলা দিয়ে যাবো, কাল বিকেলে দিয়ে যাবো ভাই—এই ধরনের সব কড়ার।আপনা-আপনির মধ্যে, না দিয়েও পারা যায় না। রাম চাটুয্যেরস্ত্রী এখন অনেক বুঝতে পেরেছেন, খুব আত্মীয়-স্বজনের মিষ্টিকথাও আর বিশ্বাস করেন না। তার জ্যাঠতুতো বোনের স্বামীএকদিন এসে ধরে পড়লো—দিদি, ন'শো টাকা না দিলে নয়। হুণ্ডির ওয়াদা মেটাতে হবে কাল সকালে। বুধবারে নিজে এসে কিংবা হরিমতীকে আর বৃন্দাবনকে দিয়ে পাঠিয়ে দেবো। তুমি ছাড়া আর কার কাছে যাবো বলো ?এমন গঙ্গাজলে ধোয়া মন আর কার আছে ?

রাম চাটুয্যের স্ত্রী টাকা দিয়েছিলেন, কিন্তু সে ভগ্নীপতির দেখা আর কোনোদিন পান নি তারপরে। অবিশ্যি টাকাও পান নি।

সেদিন রাম চাটুয্যের নাবালক পুত্র হারাধন এসে মাকেবললে—মা, হাটে বেগুন সস্তা হয়েছে, কাল শুনেছি। আজথেকে আর বেগুনের বাজরা বাসে যাবে না।

-কেন ?

-হরিপদ প্রত্যেক বাজরা পিছু চার আনা করে জলপানি নেয়, ওরা আমাদের বাসে না গিয়ে লাহিড়ী কোম্পানির বাসেযাচ্ছে।

-তুই হরিপদকে বললি কিছু ?

—আমার কথা শোনে না। তুমি ডেকে বরং বলো।

এই হরিপদই এক হাজার টাকা চেয়ে রেখেছে বাসেরএঞ্জিন সারাবার দোহাই দিয়ে। রাম চাটুয্যের স্ত্রী অনেক ভেবেদেখলেন। বাসের ব্যবসা যদি চালাতে হয়, তবে এ সব লোকদিয়ে হবে না। হরিপদ সম্বন্ধে অনেক কথা তাঁর কানে গিয়েছে। পুলিশকে দিতে হবে বলে দু-দু'বার সে মোটা টাকা নিয়েছে, কিন্তু পুলিশকে দেয় নি। যদিও দিয়ে থাকে খুব কম, নিজেমেরে দিয়েছে টাকাটা। বিশেষ করে আজকাল যেন হরিপদকি রকম হয়েছে। কেবলই আজ পাঁচ টাকা লাগবে, কালআশি টাকা লাগবে, বাসের ভাড়ার টাকা ঠিকমতো আদায় দেয় —হিসাব চাইলেই চটে যায়—অর্থাৎ ব্যাপার এই, ও বুঝেছেওকে ছাড়া আর চলবে না, বাসের কাজ আর কেউ জানে না।রাম চাটুয্যের স্ত্রীকে যদি বাসের ব্যবসা বজায় রাখতে হয়, তবে হরিপদ ভিন্ন কাজ চলবে না। কাজেই হরিপদর মেজাজ চড়বারই কথা।

হরিপদকে ডেকে বেগুনের বাজরার জলপানির কথাবলতেই সে চটে গেল।দু'এক কথার শেষে সে বললে—অনেককিছু ঝুঁকি ঘাড়ে করে নিয়ে লাইন বজায় রেখেছিলাম, কিন্তুআপনাদের অলক্ষ্মীতে ধরেছে বুঝতে পেরেছি। এ লাইন যাতেপাল কোম্পানি কিংবা লাহিড়ী কোম্পানি পায়, সে চেষ্টা আমি করবো। দেখি আপনাদের কতো ইয়ে হয়েছে।

হরিপদ চটে বেরিয়ে গেল। সেই থেকে বাস বন্ধ। সেইথেকে নগদ টাকা আসাবন্ধ হয়ে গিয়েছে, সেই থেকে সংসারের অবনতির সূত্রপাত। কলসির জল গড়াতে গড়াতে আর কতদিনথাকে ?

দুপুরবেলা বারাসত থেকে প্রতুল এলো। রাম চাটুয্যেরস্ত্রীকে প্রণাম করে বললে—খুড়িমা, ভালো আছেন ?হারাধনভালো আছে ?

রাম চাটুয্যের স্ত্রী বললেন—এসো এসো বাবা। ভালোআছো ?বেঁচে থাকো বাবা।

—বাসের কাজ কেমন চলছে ?

—সে সব অনেক কথা। বাস বন্ধ হয়ে গিয়েছে। হরিপদরাগ করে চলে গিয়েছে। তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম এইজন্যেই। খাওয়া-দাওয়া করো, সব কথা বলছি।

প্রতুলকে ভাত দিলেন টক-ডাল ও কাঁচকলা ভাজা দিয়ে।অসময়ে আর কিছু ছিল না ঘরে। খেয়েদেয়ে উঠে প্রতুলবিশ্রাম করলে। তারপর উত্তরের বারান্দায় বসে রাম চাটুয্যের স্ত্রীর মুখে হরিপদর কীর্তিকলাপ সব শুনলে।

হারাধন এসে বললে—প্রতুলদা, আমাদের এখানেথাকবে তো ?

—তাই তো ভাবছি।

—তোমাকে ছাড়ছি নে।

—বেশ, কাকীমা বললে কি না থেকে পারি ?

–মা সেজন্যেই তো তোমায় আনালে। তুমি ছাড়া আরচলবে না। হরিপদ তো আমার কথা একেবারেই শোনে না, মারকথাও শোনে না, যা ইচ্ছে তাই করতো আজকাল। আমাকেবললে দশটা টাকা দাও, চামড়ার ব্যাগটা সারাতে হবে। দিলাম।এখন দেখি যেমন ব্যাগ তেমনি আছে, গেল টাকাটা। জাকিমুচি বললে, কই, আমার কাছে তো কেউ ব্যাগ সারাতে দিয়েযায় নি। আমি দশ টাকা সারাবার জন্যে নেবো, তা বলিও নি।

প্রতুল বললে—ঠিক ঠিক। দাঁড়াও দেখি। কাকীমার মুখে সব শুনি, কি বলেন। আমার পোষাবে তবে তো থাকবো ?বারাসতে আমি বসে বসে শুধু টাইম-কীপারি করি, আট ঘণ্টা কাজ, মধ্যে একঘণ্টা টিফিন, পঞ্চাশ টাকা মাইনে। তোমার মাকী দেবেন আগে বুঝি।

বোঝাবুঝি সেদিনই সব হয়ে গেল। প্রতুল কাজে লাগলোপরের দিন থেকে। হারাধন নির্বিঘ্নে স্কুলে পড়তে লাগলো। ওরমায়ের মনের উদ্বেগ ও সন্দেহ সামান্য কিছু কমলেও একেবারে কমলো না, স্বামীর মৃত্যুর পর জগৎটাকে তিনি যে চোখেদেখতে পেয়েছেন তাতে কমবার কথাও নয়।

প্রতুল গ্যারেজ থেকে বাস বার করতেগিয়েছে সকালে, পাশের পানের দোকানী বলরাম বললে, কি, প্রতুলবাবু যে !এলে কবে ?

—এই যে—ভালো ?কাল এসেছি।

—বাস বেরুবে নাকি ?হরিপদর জায়গায় তুমি বুঝিএলে ?

-হ্যাঁ। হরিপদও আসবে। সে এ লাইনে সাত-আট বছরকাজ করছে, সে না এলে চলে ?

দিনতিনেকের মধ্যে বাজারের রামদুলাল স্বর্ণকার, বোসকোম্পানি ঘড়িওয়ালা, টুনু চক্কত্তি চায়ের দোকানী, কপিল আলুওয়ালা—মানে বাজারের বিশিষ্ট বিশিষ্ট ব্যবসায়ীরা দেখেঅবাক হয়ে গেল রাম চাটুয্যের বাস সার্ভিস আবার চালু হয়েছেএতদিন পরে, বেশ দু'য়সা আসছেও নিশ্চয়।

প্রতুলের চিঠি পেয়ে হরিপদ এলো। বললে—আমারতো কোনো অনিচ্ছা নেই, তবে হারাধনের চ্যাটাং চ্যাটাং কথাআমি শুনতে রাজী নই। আমি চাটুয্যে মহাশয়ের পুরনো লোক, আমার সঙ্গে সেই রকম কথা বলো, আমি সব করতে রাজী, তাবলে—

প্রতুল বললে—হরিপদদা, হারাধন ছেলেমানুষ। তুমিআমি যা করবো তাই হবে। ওর কথায় চট্‌তে আছে—ছিঃ !

দিনসাতেকের পরে একদিন ক্যাশ বুঝিয়ে দিতে গিয়েহরিপদ বললে একটু নীচু সুরে সাতানব্বই টাকা তেরো আনাক্যাশ। আমার কত, তোমার কত ?

-মানে ?

হরিপদ চোখ টিপে বললে—মানে তুমিও জানো, আমিও জানি। তুমি কি আর এখানে পঞ্চাশ টাকা মাইনেতে খাটতে এসেছ, না আমি খাটতে এসেছি। যা হবে সে তো তুমিও—

—না দাদা, নাবালকের সম্পত্তি। আমি এসেছি ওরা ডেকেছে বলে। ওদের জিনিস বজায় রাখতে হবে, তবে তোমারও দু'পয়সা।

—সে পয়সাটা আসছে কোথা থেকে ?

—কমিশন থেকে। আমি গিন্নিমার সঙ্গে কথা বলবো এনিয়ে। আগে সাত পার্সেন্ট পাওয়া যেত কর্তার আমলে, এখনতুমি যা বলো।

—আরে তুমিও বুঝলে না ! নিজের হাতে কলকাঠি, আবার পরের খোশামোদ করতে যাবে কেন ?কমিশন-টমিশন, পার্সেন্টেজ-ফার্সেন্টেজের কে ধার ধারছে ?যা করবো তুমি আর আমি, গিন্নিমা আবার এর মধ্যে আসছেন কোথা থেকে ?

হরিপদর এ অদ্বৈতবাদ প্রতুল বুঝতে পারলে না। কিজানি কেন গিন্নিমার অসহায় কান্না ওর অন্তর স্পর্শ করেছিল। নইলে সে বোকা নয়, দুজনে মিলে লুটেপুটে খেলে যে কমিশনের চেয়ে বেশি পয়সা হয় তা সে জানে। প্রতুল ক্রমেক্রমে হরিপদর মনের ভাব বদলে দেবার চেষ্টা করলে। কিছুটাকা রোজ দিতে লাগলো রাম চাটুয্যেরস্ত্রীর হাতে। অনেক দিনটাকার মুখ দেখতে পান নি তিনি।

একদিন প্রতুল বললে হরিপদকে—আচ্ছা দাদা, চাকদাবনগাঁ রুট তোমার কেমন মনে হয় ?

—নতুন রুট। কেউ তো এ পর্যন্ত চালায় নি। প্যাসেঞ্জারহবে কি না-হবে—

—করে দেখতে দোষ কি ?লাগিয়ে দিই দরখাস্ত, কি বলো ?ও রুটে কম্‌পিটিশন নেই, যে আগে অ্যাপ্লাই করবেতারই হবে।

—দেখতে পারো।

—তুমি অনেক অভিজ্ঞ আমার চেয়ে এ কাজে, তুমি কিবলো?

—নতুন দু'খানা বাস কিনতে হবে, টাকা পাবো কোথায় ?কম্‌সে কম চল্লিশ হাজার লাগবে।

—ডিস্‌পোজালের চ্যাসিস্‌ কিনে এঞ্জিন কিনে বডি তৈরিকরে নিলে সস্তায় পড়বে। ভালো আমেরিকান লরির ফ্রেম যদি কিনি—তুমি কি বলো ?

মন্দ না—এঞ্জিন দেখেশুনে কিনতে হবে। এ রুটেবড় কম্‌পিটিশন। বাইশ-চব্বিশখানা বাস চলচে। ভাচ্‌বা—এঠেঙিয়ে বিশেষ উন্নতির কোনো আশা দেখছিনে।

—আচ্ছা বারাকপুর-কাঁচরাপাড়া রুট ?

বহু টাকার খেলা। দু'খানা বাসে হবে না। আবারতেমনি কম্‌পিটিশন। তুমি বরং চাকদা রুটের জন্যে চেষ্টা করেদেখতে পারো।

—হয় যদি, তবে তোমাকে নতুন রুটে যেতে হবেহরিপদদা। ওটাকে গড়ে তুলতে হলে তুমি ভিন্ন আর কেউ পারবে না। বাঁধা আসরে তো সবাই গাইতে পারে !

প্রতুলকে খুব পরিশ্রম করতে হল নতুন পথের সন্ধানে।ধানবাদে গিয়ে ওরা ডিসপোজাল থেকে আশানুরূপ জিনিস খুঁজে পেলে। নারকেলডাঙ্গার বসাক মোটর ওয়ার্ক থেকেবডি তৈরি করিয়ে নিয়ে এলো। রুটের লাইসেন্সের জন্যেখুব বেশি পরিশ্রম করতে হয়নি, কারণ ও রুটে কোনোখদ্দের উপস্থিত ছিল না আদৌ। আপত্তি একটুখানি উঠেছিল কাজিপাড়ার ওসমান গনি মিঞার দিক থেকে। ওরা স্থানীয়সম্ভ্রান্ত জমিদার, ওদের কোনো জামাই নাকিবছর দুই পূর্বেলীগমন্ত্রিত্বের সময় এ রুটের একটা লাইসেন্স পেয়েছিল, কিন্তু বাস চালায় নি, কারণ তখন পেট্রল এবং মোটরের উপকরণ দুর্মূল্যও দুষ্প্রাপ্য ছিল। প্রতুল নিজে বড় তরফের জমিদার সাহেবের সঙ্গে দেখা করে সব মিটিয়ে ফেলল। ঠিক হল, ভবিষ্যতে যদিকখনো ওদের জামাই বাস চালানোর ব্যবসায়ে নামে, তবে এরা যথেষ্ট সাহায্য করবে।

রাম চাটুয্যের স্ত্রী গহনা বন্ধক রেখে কিছু টাকা যোগাড়করলেন, শেষ পর্যন্ত বসতবাড়ি বাঁধা পড়লো কুণ্ডুদেরকাছে। পাশের বাড়ির অনেকে এসে নানা রকম কথা বলতেলাগলো—এভাবে একেবারে সর্বস্বান্ত হওয়া কি উচিত হলপরের কথা শুনে ?হলই বা বিশ্বাসী পুরনো লোক।

কানাই দত্তরাম চাটুয্যের পুরনো বন্ধু। তিনি স্থানীয় সম্ভ্রান্তদোকানদার ও প্রবীণ ব্যক্তি। সেদিন এসে বললেন—ও বৌদিদি, শুনলাম নাকি প্রতুল ছোঁড়াটার হাতে অনেক টাকা তুলে দিচ্ছ ?ব্যাপারটা কি ?

—এসো বোসো ঠাকুরপো। তোমরা তো আর দেখলেনা, ওই ছোঁড়াটা দেখতে এসেছে বলেই আজ না হয় তোমরাসৎ পরামর্শ দিতে এসেছ।

—একশোবার গালাগাল দাও, মারো বৌদিদি। ঠিক কথা। আমার কথা যদি বলো, হাঁপানিতে আমার হাড়সার করেছে বৌদিদি। বড় ছেলেটা দোকান দেখাশুনা করে। গোবরা, ছোটটা, মাল গস্ত করে বড়বাজারে। আসবার দেখবার ইচ্ছে থাকলেও পেরে উঠিনে।

—কি বলছিলে ?

বলছিলাম দেনা মহাজন মর্টগেজ—এ সব কি শুনছি ?রাম দাদার আমলে কখনো এ কেউ শোনে নি। কেন পরের হাতে নাচছো ?দেনা করে কেউ কখনো ব্যবসা করে, তাওপরের হাতে ?...হারাধনকে নিয়ে পথে পথে বেড়াতে হবেশেষে। আমরা ঘুঘু ব্যবসাদার, আমার কথা শোনো।

সন্ধ্যাবেলা প্রতুল এসে বললে—টাকার কদ্দূর খুড়িমা?

রাম চাটুয্যের স্ত্রী বললেন—টাকার যোগাড় তো হয়েছে। কিন্তু সকলে যে বড় ভয় দেখাচ্ছে প্রতুল !

—কোনো ভয় নেই খুড়িমা, আপনি টাকা দিয়ে দিনআমার হাতে। দেখুন দুটো মাসে আমি কি করি।

—বেশ দ্যাখো। আমি কারো কথা শুনলাম না। তুমি যাহয় কোরো। তবে তুমি কিছু মনে কোরো না, আমার ছেলে এ কাজ করতে গেলেও তাকে আমি ঠিক এমনি কথাই বলতাম।যাও, মা মনসার পুজো দেবো ভবানীচকের বাজারে, মুখ তুলেচান যদি—

—একটা ভালো দিন দেখে সত্যনারায়ণের পুজো দিন বুড়িমা। সেদিন থেকে কাজ আরম্ভ করবো। দত্ত পুড়োকে নেমন্তন্ন করবেন।

সত্যনারায়ণের সিন্নিতে গ্রামসুদ্ধ লোকে রাম চাটুয্যেরবাড়ি দুখানা লুচি, নানা রকম কাটা ফল, কাঁচা সিন্নি, সন্দেশ ওরসগোল্লা খেয়ে গেল। কেউ বললে, গিন্নির মন খুব ভালো।কেউ বললে, পরের হাতে খেলছে, এইবার পথে বসবে আর কি !

নতুন বাসের লাইন খুললো।

প্রতুল নিজে বাসে চড়ে চাকদা থেকে বনগাঁ পর্যন্তগেল। মুখে ভেঁপু দিয়ে একটি ছোকরা চিৎকার করতে করতেচলল—নতুন লাইন খুলেচে ! চাকদা থেকে বনগাঁ ! ভাড়া দশআনা বেলের বাজার ! এক টাকা বনগাঁ ! দু'খানা বাস সারাদিনে যাবে, দুবেলা ছাড়বে ! চাকদা থেকে কলকাতার ট্রেন ধরিয়ে দেওয়া হবে ! তরকারির ভেন্ডারদের অত্যন্ত সুবিধে করেদেওয়া হচ্ছে—

মাত্র সাতজন হল প্রথম দিন। সপ্তাহের শেষে উঠলোবাইশজন।

হরিপদ বললে—অতগুলো টাকা শেষে জলাঞ্জলি নাযায়। একজন ভেন্ডারও তো হল না।

প্রতুল বললে—হরিপদদা, বেলেরহাটের দিন আমরা আরবনগাঁ পর্যন্ত যাবো না। শুধু তরকারির বাজার তুলবো—এদিকে চাকদা, ওদিকে রানাঘাট।

-রানাঘাট গেলে পুলিশ ধরবে, ও রুটের লাইসেন্সতোমার কই ?

—সে তুমি ভেবো না দাদা। তোমার বাপ-মার আশীর্বাদে চালিয়ে নেবো।

সত্যিই হরিপদঠিক বলেছিল। পুলিশ ধরলে, থানায় নিয়েগেল, প্রতুলের কোনো কথা শুনলে না, কেস্ কোর্টে দেবার জন্যে তৈরি হল। ওদের দুজনকে একরাত্রি থানায় হাজতে বাস করতে হল। প্রতুল রাত্রে ঘুম ভেঙে উঠে বললে—বড্ড মশা হরিপদদা—

তোমার কথা শুনে এ কি নাকাল আমার জীবনে কখনো হাজতবাস করি নি।

—বিনা লাইসেন্সে গাড়ি চালিয়েছি তা হাজতবাসকরতে হবে কেন ?আমরা চুরি করি নি তো ?

—সে তুমি বোঝো। তুমি এত জানো, এত বোঝো, তাহলে নিশ্চয় এটাও জানো।

—কাল সকালে দেখবো ?

—আমাকে ওভারটাইমের মাইনে দিতে হবে হাজতবাসের জন্যে তাবলে দিচ্ছি। তোমাদের গাড়িতে খাটতে এসেছি বলে চোরের মতো হাজতবাস করতে আসি নি, তাবলে দিচ্ছি।

—নিয়ো, দেবো। এ বিপদ থেকে উদ্ধার পাই আগে।মশায় খেয়ে ফেলে দিলে।

—বুদ্ধি তোমার বড্ড সরু কি না ! একশোবার বলি নি ?

পরদিন সকালে প্রতুল অনেক কৌশলে পুলিশের হাত থেকে রেহাই পেয়ে এলো। খরচ বাদে নগদ চল্লিশ টাকা লাভ এই একদিনে।

সেই থেকে প্রতি হাটবারে রানাঘাটে যাতায়াত করে প্রতুল বাস নিয়ে। পুলিশের কলকাঠিতে সব দিক ঠাণ্ডা আছে।ওদের হাজতবাস আর করতে হয় না।

আর একটা গোলমাল খুব শিগগির বাধলো। সেটা খুব মারাত্মক রকমের গোলমাল।

মাস দুই পরে যখন চল্লিশজন গড়ে যাত্রী হচ্ছে, মালপত্রও ভালো হচ্ছে—সেই সময় একদিন হরিপদ বললে—প্রতুলদা, এ রাস্তায় বাস চলবে না। লজ্‌ঝড় রাস্তা, টায়ার কতবার বদলাবে ?এঞ্জিন খুব ভালো তাই, আমেরিকান এঞ্জিন, কিন্তু এ ধাক্কা কতদিন সইবে ?বর্ষা পড়ে গিয়েছে, একবার দেখে এসো একদিন।

প্রতুল একদিন নিজের চোখে দেখতে গেল। বাবাঃ, এইরাস্তার অবস্থা ! ওর চোখ কপালে উঠলো আর কি। কে জানতো বর্ষার সময়ে রাস্তা এমন হবে ?এখানে গর্ত, ওখানে এঁকেবেঁকে চালাতে গিয়ে একদিন হরিপদ এক গাছের গায়ে গাড়িসুদ্ধু মারলে তাল। বনে বেঁকে দুমড়ে গেল। কারবুরেটরের ভীষণক্ষতি হল। হরিপদর বাঁ হাতখানা জখম হল।

আরো মুশ্‌কিল। বোঝাই গাড়ি, সেদিন ছিল বেলেরহাট, পটল ও বেগুনের বাজরা ছিল কুড়িটা। গোরুর গাড়িতে রানাঘাট নিয়ে যাওয়ার খরচ বাইশ টাকা দিতে হল, টিকিট সবফেরত দিতে হল, হরিপদকে মিশন হাসপাতালে নিয়ে যেতে হল। সবসুদ্ধ একশো ন'টাকা লোকসান এদিকে, বনেট ও কারবুরেটরের প্রশ্ন বাদ দিয়ে। দু'শো আড়াইশো টাকা সবসুদ্ধ।

রাম চাটুয্যের স্ত্রী সব শুনে বললেন—আমার সময় খারাপ পড়েছে। তোমাদের কোনো দোষ নেই প্রতুল। নইলেহরিপদই বা গাছের গায়ে তাল মারতে যাবে কেন ?সে তোপুরনো ড্রাইভার-রাস্তা খারাপ, আগে দেখনি কেন ?

—তখন এমন ছিল না সত্যি বলছি খুড়িমা। বর্ষার আগেবুঝতেই পারিনি।

—কি করবে এখন ?ও রাস্তায় আর গাড়ি চালিয়ো না।গাড়ি দু'খানা ভাঙলে একেবারে সর্বস্বান্ত হতে হবে।

—লাইসেন্স নেওয়া রুট বন্ধ করা ঠিক হবে খুড়িমা ? বেশ প্যাসেঞ্জার হতে শুরু হয়েছে, এখন যদি ছেড়ে দিই—

—কি করবে তবে ?

—আমাকে আরো দু'হাজার টাকা দিতে হবে খুড়িমা।

—সে কি কথা বাবা !

—হ্যাঁ, আমাকে দিতেই হবে। আমার মতলব শুনুন। ওরাস্তা আমি মোটর কোম্পানির পক্ষ থেকে তৈরি করে নেবো। দু'হাজার আমরা দেবো, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড আর রোড বোর্ড থেকে কিছু বার করবো-বাস ও রাস্তাতে চালাবোই।

—তা তো বুঝলাম, টাকা দেবো কোথা থেকে ?

—তাও আমি ভেবেছি। অন্য লাইনের বাস মর্টগেজ রাখতে হবে। তাহলে টাকা সবাই দেবে। নয়তো রুট সার্ভিসমর্টগেজ করা যেতে পারে—যতদিন দেনা শোধ না হয়, তাদের নিজের লোক থাকবে আমাদের গাড়িতে বসে। ক্যাশ নেবেনিজের হাতে। তারও লোক আছে—আপনার হুকুম পেলেই আনি।

–যা ভালো বোঝো করো বাবা, তবে দেখো, হারাধন তোমার ছোট ভাই, সে যেন পথে না বসে।

এত সহজে কিন্তু কাজ মেটে নি।

এই কথা কি ভাবে গাঁয়ের মধ্যে প্রচার হবার সঙ্গে সঙ্গেরাম চাটুয্যের স্ত্রীর কাছে বড় বড় বাড়ি থেকে মেয়ে, গিন্নি, কর্তারা উপদেশ দিতে আসতে যেতে লাগলেন। কানাই দত্তবললে—চোখের ওপর এ কি সর্বনাশ করছো বৌদিদি ?ছেলেটা তো পথে বসেছে, আর বাকি কি আছে ?আমার কথা শোনো, ও ছোঁড়াটাকে দাও হাঁকিয়ে বিদায় করে—তুমি নাপারো আমি দিচ্ছি।

অনেক কিছু ব্যাপার হয়ে গেল। অনেক কথা-কাটাকাটি, এমন কি ঝগড়া পর্যন্ত। তবুও প্রতুল দমলনা। হারাধনকে ডেকে বললে, তোমার মাকে বোঝাও হারাধন। তুমি পুরুষমানুষ, তুমি বুঝবে। মেয়েছেলেকে বোঝানো এক মস্ত দায়, রাস্তা বানাতে ইহবে আমাদের।

মাসখানেক চাকদা-বনগাঁ সার্ভিস একদম বন্ধ রইল এইসব নানা গোলমালে। শেষ পর্যন্ত প্রতুল জিতে গেল। দু'হাজারটাকা তার হাতে তুলে দিলেন রাম চাটুয্যের স্ত্রী। চোখের জল দু'ফোঁটা পড়লো টাকা দেবার সময়।

প্রতুল রোড-বোর্ডের দু'একজন হোমরা-চোমরার কাছেচিঠি নিয়ে গিয়ে তাদের ধরলে। তারা বললেন—ও রাস্তা মার্চ থেকে পি. ডব্লুউ. ডির হাতে যাবে। তারাই দেবে। আমাদের কি স্বার্থ আছে ওতে ?জেলা বোর্ডও সেই উত্তর দিল। নদীয়াজেলা বোর্ডের চেয়ারম্যানকে খুব বেশি করে ধরতে তিনিবললেন—তুমি একলা মুভ করলে কিছু হবে না। ওই অঞ্চলেরস্কুলের ছাত্র ও তাদের অভিভাবক এবং সাধারণ অধিবাসীদেরসইওয়ালা এক দরখাস্ত দাও বোর্ডে, দেখি কি করতে পারি।

অনেক জল বেড়াবেড়ির পর মাসখানেক ধরে অক্লান্ত পরিশ্রম ও চেষ্টার ফলে নদীয়া জেলা বোর্ড তাদের সীমানারমধ্যের রাস্তাটুকু মেরামত করে দিতে রাজি হল। তাও ঠিক হল, নারাণপুর ও আকাইপুর হাই স্কুলের ছেলেদের অর্ধেক ভাড়ায় যাতায়াত করতে দিতে হবে। চব্বিশ পরগণা জেলা বোর্ড কিছুতেই রাজী হল না, অত বড় জায়গায় গিয়ে ধরাধরি করতেপারলেও না প্রতুল। রাম চাটুয্যের স্ত্রী বললে—লাইন তো বন্ধরাখলে, রাস্তার কতদূর হল ?

—যেখানে খুব খারাপ, সেখানে হয়ে গিয়েছে। চব্বিশপরগনা না করে দিলেও চলে যাবে একরকম। কিন্তু একটাকথা –

—কি ?

প্রতুল মাথা চুলকে বললে—আর পাঁচশো টাকা দিতেহবে। আপনার পায়ে পড়ি খুড়িমা, আমাকে ভুল বুঝবেন না।টাকার দরকার হয়েছে কেন বলি শুনুন। বেলের হাটের সামনে ব্যাপারিদের জিনিস রাখাবার জন্যে একটা টিনের চালা তৈরি করে দিলে ওদের বড় অসুবিধে হচ্ছে। যদি আমাদের তৈরি টিনের চালাতে বসে, তবে আমাদের গাড়িতেই যেতে হবে।তরকারির বাজরাতেই তো পয়সা। এ-বাদে একটা সাঁকো সারাতে হবে, তাতেও শ'খানেক টাকা খরচ হবে।

রাম চাটুয্যের স্ত্রী খয়ে-বন্ধনে পড়েছেন বিবেচনা করলেন।

এ টাকা না দিলেও চলবে না, আগের টাকাগুলোজলাঞ্জলি যায় তাহলে। দিতেই হবে। এ কি মুশকিলের কথা, প্রতুল কেবলই বলে টাকা দাও। ওকে এনে কি শেষ পর্যন্ত ভুল করেই বসলেন ?কানাই দত্ত কি তাহলে ঠিক কথাই বলেছিল ?

শেষ পর্যন্ত টাকা দিতে হল রাম চাটুয্যের স্ত্রীকে। বড়কষ্টেই এ টাকা দিলেন তিনি। সোনাদানা ঘরে আর এক কুঁচোওরইল না।

দু'মাস ধরে বহু চেষ্টার পরে লাইন খুললো। অনেক দিনধরে বিজ্ঞাপনের ফলে লোক জানাজানি হয়েছিল বেশ, সঙ্গেসঙ্গে যাত্রীর ভিড় হতে লাগলো। হাটের চালা করে দেওয়ার ফলে তরকারির ব্যাপারিদের এই বর্ষাকালে খুব সুবিধে হয়েছে, তারা সবাই বাসের খদ্দের হয়ে উঠেলো।

সকালবেলা। রাম চাটুয্যের স্ত্রী স্নান করে উঠে আহ্নিকে বসবেন এমন সময়ে প্রতুল এসে দাঁড়ালো সামনে।

রাম চাটুয্যের স্ত্রীর বুক কেঁপে উঠলো, আবার বুঝি টাকাচায়।

প্রতুল পকেট থেকে একশো টাকার নোট বার করে ওঁর পায়ের কাছে রেখে বললে—এই নিন্। কাল প্রথম দিন লাইন খুলেছি—দিনের ক্যাশ।

–এক দিনের ?

—আরো বাড়বে। সামনের মাস থেকে বোধ হয় দেড়শোটাকা করে দিতে পারবো। হাটের ব্যাপারিদের খুব ভিড় হচ্ছে। সামনের বছরে আর একখানা বাস কিনতে হবে। টাকা দেবেন—তাহলে দিন দুশো টাকা বাঁধা রইলো। হারাধন কেমোটর এঞ্জিনিয়ারিং শিখতে দিতে হবে খুড়িমা। আমাদের আপিসের কর্তা হলে মোটর এঞ্জিনিয়ার হতে হবে।

আমরা এক বৎসর পরের কথা বলছি। গত চৈত্র মাসেএকবার আমরা রাম চাটুয্যের নতুন কাটা পুকুরে মাছ ধরতে গিয়েছিলাম। রাম চাটুয্যের নামে তাঁর স্ত্রী পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা করেছেন, গ্রামে জলের কষ্ট ছিল খুবই। পুকুরের দক্ষিণ পাড়েযে একটা নতুন বাড়ি খানিকটা উঠে বন্ধ আছে সিমেন্টের অভাবে—রাম চাটুয্যের নতুন বাড়ি সেটা, প্রতুল ও হারাধন অনেক খাটছে বাড়িটার পেছনে।

প্রতুলকে আমি কখনো দেখি নি। ওর সমস্ত গল্পটাই আমি শুনেছি স্থানীয় লোকদের কাছে। আজকালকার এই অসাধুতার যুগে প্রতুলের কাহিনি আমার খুব ভালো লেগেছিল, অদূর ভবিষ্যতে একবার আলাপ করবার ইচ্ছে আছে ওর সঙ্গে।